কল্যাণকর রাষ্ট্র ও কৌটিল্যের ব্যাখ্যা

Concept of Welfare State and Kautilya's Explanation

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

জনগণের কল্যাণে নিবেদিত কোন রাষ্ট্র উহার নাগরিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে না। কেননা স্বাস্থ্যবান নাগরিক দেশের জনশক্তির নিয়ামক। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উন্নতি ও স্থিতিশীলতার জন্য দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কৌটিল্য জনশক্তির এই দিকটি সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এইজন্য শহর এবং গ্রামাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির উপর রাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। আজকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে পাশ্চাত্যের সুপারিশে ও অনুকরণে গ্রাম ও শহরে পরিকল্পিত উপায়ে বাড়ীঘর নির্মাণের পরিকল্পনার বিষয়টি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। অথচ কৌটিল্য এই ধরনের পরিকল্পিত নীতি দুই হাজার বছরেরও বেশী পূর্বে সুপারিশ করিয়াছিলেন। কৌটিল্যের কথিত গ্রামীণ আদর্শ বাড়ীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে ঃ ভূমির যাহাতে অপচয় না হয় সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে ঘর তৈরী করা। প্রতিটি বাড়ীতে পৃথক পশুপালনের ঘর এবং পশুপক্ষীর মল সংরক্ষণাগার থাকিতে হইবে। সেই সাথে জল নিষ্কাশনের জন্য পরিকল্পিত নর্দমা বাড়ীর সাথে সংযুক্ত রাখিতে হইবে। এই ধরনের বাড়ীর পরিকল্পনা আধুনিককালের কথিত আদর্শ পল্লীর বাড়ীঘরের চাইতে কি ন্যূন ? আর পরিকল্পিত শহরের যে কাঠামো কৌটিল্য সুপারিশ করিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের কথিত পরিকল্পিত শহরের কাঠামোকেও হার মানায় ঃ তিনি শহরে বাজার এবং আবাসিক বাসস্থানের মধ্যে সীমারেখা (demarcation) টানার সুপারিশ করেন। রাস্তায় আবর্জনা বা ময়লা ফেলাকে তাঁহার আমলে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। রাস্তায় পশু বা মানুষের মৃতদেহ ফেলিয়া রাখা গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হইত। তিনি মৃতদেহ বহনের জন্য ভিন্ন রাস্তা রাখার সুপারিশ করেন। শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে ঝাড়ুদার নিয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল।

বর্তমান যুগে পণ্যের ক্ষেত্রে ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা অনেক ব্যবসায়ীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করিতে বাধ্য। কৌটিল্য জনস্বাস্থ্যের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এইজন্য তাঁহার সময়ে খাদ্যশস্য, তৈল, ঔষধপত্র, খাবার লবণ ইত্যাদিতে ভেজাল প্রদানকারীদের জরিমানার ব্যবস্থা প্রচলন করা হইয়াছিল। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কাজ করিত। ডাক্তাররা যাহাতে তাহাদের উপর অর্পিত এই সামাজিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকে সেইজন্য কৌটিল্য দুই ধরনের ব্যবস্থার সুপারিশ করেন ঃ প্রথমত, গুরুতর কঠিন রোগে আক্রান্ত

রোগীদের তথ্য স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করা তাহাদের দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, কোন ডাক্তারের অবহেলার দরুন কোন রোগী মারা গেলে অথবা ত্রুটিপূর্ণ অপারেশনের ফলে কোনলোকের অঙ্গহানি হইলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশেই কৌটিল্যের সুপারিশকৃত প্রথা প্রচলিত নাই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাহাতে দুঃস্থ অথচ গুরুতর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সেবা পাইতে পারে সেজন্য আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৌটিল্যের প্রথম সুপারিশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমাদের মত দেশগুলিতে ডাক্তারদের অবহেলায় যে কত রোগী অকালে প্রাণ হারায় তাহা জাতীয় ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির উপর নজর দিলেই ধরা পড়ে। এই পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে অথবা উহার যাহাতে আর অবনতি না হয় সেজন্য কৌটিল্যের কথিত দ্বিতীয় সুপারিশটি বাস্তবায়নের কথা ভাবা যাইতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ধরনের জাতীয় দুর্যোগ অনেক সময় দেখা দেয়। কৌটিল্যের যুগেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। এই ধরনের জাতীয় দুর্যোগে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অবকাশ আছে। কৌটিল্য এই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বিতরণ করার সুপারিশ করেন। তদুপরি তিনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কর মওকুফসহ পরবর্তী ফসল মওসুমের জন্য শস্যবীজ বিতরণের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সাময়িক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য রাস্তাঘাট বিভিন্ন নির্মাণ কাজ রাষ্ট্রীয়ভাবে আরম্ভ করার উপর তিনি জোর দেন। দুর্যোগপূর্ণ সময়ে রাষ্ট্রের এই অতিরিক্ত ব্যয় মিটানোর জন্য তিনি ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপের সুপারিশ করেন। প্রয়োজনবোধে বিদেশী সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ দেন। কৌটিল্যের এই ব্যবস্থা বিশ দশকের অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তী সময়ে J. M. Keynes (তাঁহাকে মিশ্র অর্থনীতির জন্মদাতা বলা যাইতে পারে) এর কথিত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সম্প্রসারণ নীতির সাথে তুলনা করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় তাহার প্রেক্ষিতে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণিত হয়। ফলে মন্দাবস্থা কাটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই সময়ে Keyrnes তাঁহার "The General Theory of Employment, Interest and Money" পুস্তকে মন্দাবস্থা কাটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। তিনি উৎপাদনশীল উন্নয়নমূলক ব্যয়ের উপর জোর দেন যাহাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ ঘটে। কেইন্‌সের এইরূপ কর্মসূচীর গুরুত্ব বর্তমান কালেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃত। তবে কৌটিল্য এই ব্যবস্থা বহু পূর্বেই সুপারিশ করেন। কৌটিল্য শুধু উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সীমিত রাখেন নাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ জোরে শোরে নেয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। কেইন্‌স উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সম্ভাব্য মন্দাবস্থা রোধে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে মন্দাবস্থা ছাড়াও প্রায়শ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এইদিক হইতে চিন্তা করিলে কেইনসীয় ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে প্রযোজ্য হইলেও বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশে প্রযোজ্য নয়। অথচ কৌটিল্যের ব্যবস্থা উন্নত ও অনুন্নত যে কোন দেশে সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে।

আধুনিক যুগে ফায়ার সার্ভিস (fire service) কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি উপাদান। সেই প্রাচীনযুগেও কৌটিল্য সামাজিক কল্যাণের এই দিক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই যুগে আধুনিক যুগের মত অগ্নিনির্বাপক যানবাহনও প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ছিল না। তবে কৌটিল্য তৎকালীন সময়ে অগ্নিনির্বাপণের জন্য সহজলভ্য সমস্ত উপকরণ ব্যবহারের বিস্তৃত সুপারিশ করেন। অগ্নি প্রতিরোধের সম্ভাব্য ব্যবস্থা হিসাবে কৌটিল্যের সময় প্রত্যেক বাড়ীতে চামড়ার ব্যাগ, মাটির কলসী ও গামলা ইত্যাদির সাহায্যে জল সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। বড় বড় রাস্তার মোড়ে/চৌমাথায় সরকারী উদ্যোগে জল সংরক্ষণাগার তৈরী করা হইত যাহাতে নিকটবর্তী কোন স্থানের অগ্নিকাণ্ড অতি সহজে আয়ত্তে আনা যায়। অগ্নি নির্বাপণের জন্য তৎকালীন যুগে এইসব ব্যবস্থার চাইতে আর কোন উত্তম ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় কি? মূল কথা হইতেছে অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা কতখানি তাৎক্ষণিক ধরনের, যদি এই দিকটি বিবেচনা করা হয় তবে কৌটিল্যের ব্যবস্থা আধুনিক যুগের ফায়ার বিগ্রেড-এর মত তৎকালীন যুগে কর্মক্ষম ছিল—এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বর্তমান যুগে ব্যবসা বাণিজ্যে অতি মুনাফা প্রবণতা, শিল্প ও সংস্কৃতি ইত্যাদির অপ-ব্যবহার বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হয়।

অপসংস্কৃতি অনেক দেশে সমাজের গভীরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অশ্লীল যাত্রা, নাচ-গান ইত্যাদি সংস্কৃতির বাহন ও সুস্থ বিনোদসমূলক মাধ্যম হইতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এইসব ধারার বাহক ও পৃষ্ঠপোষকদেরকে কৌটিল্য নামে মানুষ হইলেও প্রকারান্তরে সামাজিক শত্রু ও চোর হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। (কেননা উপরোক্ত অবস্থা জনগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী)। এই জন্য তিনি এইসব লোকদের অনভিপ্রেত কার্যকলাপ প্রতিরোধের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কৌটিল্যের মতে "traders artisans, musicians, beggars, buffons and other idlers who are thieves in effect if not in name shall be restrained from the oppression on the country people." পাঠক! ভাবিয়া দেখুন বর্তমানে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সংস্কৃতির নামে যে-সব অপ-সংস্কৃতির ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাহা জনজীবনে —বিশেষত যুব সমাজে অস্থিরতা, হতাশা এবং দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টি করিতেছে। জনগণের একাংশ এইসব অপ-সংস্কৃতির মোহে উৎপাদন বিমুখ হইতেছে। কৌটিল্য এইসব অবস্থা যাহাতে সৃষ্টি না হইতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন।

অপ-সংস্কৃতি দ্বারা যাহাতে সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত না হয় সেজন্য কৌটিল্য উহার ধারক ও বাহকদের জেল-জরিমানাসহ বেত্রাঘাত ও সামাজিকভাবে এক ঘরে রাখার সুপারিশ করেন। তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে বর্তমানে যে সামাজিক-সংস্কৃতিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় তাহার প্রতিরোধক হিসাবে কৌটিল্যের উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

(ক্রমশঃ)